সমকাল

তারিখ ... 25 SEP 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ফুলবাড়িয়ায় শ্রেণিকক্ষ থেকে প্রধান শিক্ষকের লাশ উদ্ধার

পরিবারের দাবি হত্যা

■ ফুলবাড়িয়া (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

ফুলবাড়িয়া উপজেলার কান্দানিয়া ফরিদের পাড় উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির কক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষক আবুল কাশেমের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পরিবারের দাবি, আবুল কাশেমকে প্রতিপক্ষ হত্যা করেছে। বৃহস্পতিবার সকালে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কাশেম বিদ্যালয়ের উদ্দেশে বাড়ি থেকে বের হন। বৃহস্পতিবার বিদ্যালয়ের পাঠদান ছিল হাফ। দুপুর গড়িয়ে বিকেল ৩টা বেজে গেলেও প্রধান শিক্ষক আবুল কাশেম বাড়ি ফিরতে দেরি করছেন দেখে তার স্ত্রী নিলুফা ইয়াসমিন তার মোবাইল ফোনে কল করে মোবাইল বন্ধ পান। সন্ধ্যায় আবুল কাশেমের মা আছিয়া খাতুনসহ কয়েকজন বিদ্যালয়ে গিয়ে বিদ্যালয়ের সব কক্ষে খোঁজাখুঁজির পর নবম শ্রেণির কক্ষ ভেতর থেকে বন্ধ দেখতে পান। পরে শ্রেণি কক্ষের জানালা ভেঙে দেখতে পান ভেতরে কাশেমের ঝুলন্ত লাশ।

নিহত আবুল কাশেমের পরিবার জানায়, প্রধান শিক্ষক কাশেম প্রথম বিয়ে করেন পার্শ্ববর্তী গ্রামের আবদুল হালিম বেপারীর মেয়ে হালিমাকে। পরে কনক নামে একটি মেয়ে রেখে ব্লাড ক্যান্সারে মারা যান হালিমা। স্ত্রী হালিমার মৃত্যুতে শ্বশুরবাড়ির লোকজন তার বিরুদ্ধে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ আনে। স্ত্রীর মৃত্যুর কয়েক বছর পরেই ওই শ্বশুরবাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কাশেমের ওপর দোষা চাপিয়ে কান্দানিয়া বাজারে তার শ্যালকরা তাকে মারধর করে। তিনি ফুলবাড়িয়া থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন। থানায় সাধারণ ডায়েরি করায় কাশেমের শ্বশুরবাড়ির লোকজন তার বিরুদ্ধে হত্যা ও বাড়ি পোড়ানোর মিথ্যা মামলা করে।

কাশেমের চাচা সিরাজুল হক বলেন, অপরদিকে কাশেমের বিদ্যালয়ের নতুন কমিটি নিয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে চলছিল টানাপড়েন। কাশেমের বড় ভাই নজরুল ইসলাম মাস্টার বলেন, 'আমার ভাই গত বৃহস্পতিবার সকালে ঘরে এসে বলছিল, ভাইজান আমাকে মনে হয় আর ওরা বাঁচতে দেবে না। হারুন মাস্টার, মতিন, মোসলেম মাস্টাররা আমাকে নানাভাবে হুমকি-ধমকি দিচ্ছে।'